রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৬, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০১ শ্রাবণ, ১৪৩৩/১৬ জুলাই, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০১ শ্রাবণ, ১৪৩৩ মোতাবেক ১৬ জুলাই, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ১০৩ নং আইন

বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশল, কারিগরি, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন, ব্যবসায় প্রশাসন, কৃষি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন শাখায় শিক্ষাদান, গবেষণা, জ্ঞানের সৃজন, উৎকর্ষ সাধন ও বিতরণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য, আধুনিক প্রযুক্তি, পেশা, বৃত্তি ও অর্থনৈতিক চাহিদার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিএইচডি, পোস্ট-ডক্টোরাল পর্যায়ের পাশাপাশি আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অনলাইন দূরশিক্ষণ, ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষাদানের সমন্বয়ে শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ ও অর্থনীতি-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মেয়াদে সীমিত বা দীর্ঘমেয়াদি কোর্স প্রণয়ন ও পরিচালনা করিবার লক্ষ্যে বগুড়া জেলায় বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন; এবং

মূল্য : টাকা ৪০.০০

যেহেতু বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪২ নং আইন) রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "অনুষদ" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ;

(২) "অর্থ কমিটি" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটি;

(৩) "অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল;

(৪) "অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল" অর্থ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৯ নং আইন) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল;

(৫) "আবাসিক হল" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণের সার্বক্ষণিক বসবাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণাধীন ছাত্রাবাস;

(৬) "ইনস্টিটিউট" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত বা স্থাপিত কোনো ইনস্টিটিউট;

(৭) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ১৭-তে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ;

(৮) "কর্মকর্তা" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্মকর্তা;

(৯) "কর্মচারী" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্মচারী;

(১০) "গ্রন্থাগারিক" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক;

(১১) "চ্যান্সেলর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর;

(১২) "ট্রেজারার" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার;

(১৩) "ডরমেটরি" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অতিথিগণের সাময়িক আবাসস্থল;

(১৪) "ডিন" অর্থ অনুষদের ডিন;

(১৫) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(১৬) "নির্ধারিত" অর্থ সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(১৭) “নিয়োগ বোর্ড” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত বোর্ড;

(১৮) “পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি;

(১৯) “পরিচালক” অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালক;

(২০) “পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(২১) “প্রবিধান” অর্থ ধারা ৩৯ এর অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(২২) “প্রক্টর” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর;

(২৩) “প্রভোস্ট” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আবাসিক হলের প্রশাসনিক প্রধান;

(২৪) “প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(২৫) “বিজনেস ইনকিউবেটর” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত কোনো বিজনেস ইনকিউবেটর, যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণের উদ্যোক্তা হিসাবে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সকল সহযোগিতা প্রদান করিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কর্তৃক কোনো উদ্ভাবন, মেধাস্বত্ব, আবিষ্কার বা প্রক্রিয়া বাজারজাত এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(২৬) “বিভাগ” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগ;

(২৭) “বিভাগীয় চেয়ারম্যান” অর্থ বিভাগের প্রধান;

(২৮) “বিশ্ববিদ্যালয়” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয়;

(২৯) “বিশ্ববিদ্যালয় বিধি” অর্থ ধারা ৩৮ এর অধীন প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয় বিধি;

(৩০) “বোর্ড অব গভর্নরস” অর্থ ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরস;

(৩১) “ভাইস চ্যান্সেলর” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর;

(৩২) “মঞ্জুরি কমিশন” অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (President’s Order No. 10 of 1973) এর অধীন গঠিত University Grants Commission of Bangladesh;

(৩৩) “মঞ্জুরি কমিশন আদেশ” অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (President’s Order No. 10 of 1973);

(৩৪) “মূল্যায়ন” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মান নিরূপণ;

(৩৫) “রেজিস্ট্রার” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার;

(৩৬) "রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট" অর্থ এই আইনের বিধানানুযায়ী রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট;

(৩৭) "শিক্ষক" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃত অন্য কোনো ব্যক্তি;

(৩৮) "শিক্ষার্থী" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তিকৃত কোনো শিক্ষার্থী;

(৩৯) "সংবিধি" অর্থ ধারা ৩৭ এর অধীন প্রণীত সংবিধি;

(৪০) "সংস্থা" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সংস্থা; এবং

(৪১) "সিন্ডিকেট" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট।

৩। **বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।**—(১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী বগুড়া জেলায় বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয় (University of Bogura) নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, সিন্ডিকেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণের সমন্বয়ে বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা গঠিত হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।**—এই আইন এবং মঞ্জুরি কমিশন আদেশের বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কার্যাবলি থাকিবে, যথা:—

(ক) বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশল, কারিগরি, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন, ব্যবসায় প্রশাসন, কৃষি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন শাখায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিএইচডি, পোস্ট-ডক্টোরাল পর্যায়ের শিক্ষাদান, গবেষণা, জ্ঞানের সৃজন, উৎকর্ষ সাধন ও বিতরণের ব্যবস্থা করা;

(খ) দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য আধুনিক প্রযুক্তি, পেশা, বৃত্তি ও অর্থনৈতিক চাহিদার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাশাপাশি আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অনলাইন, দূরশিক্ষণ, ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষাদানের সমন্বয়ে শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদে সীমিত বা দীর্ঘমেয়াদি কোর্স প্রণয়ন ও পরিচালনা করা;

(গ) বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটে শিক্ষাদানের জন্য পাঠক্রম নির্ধারণ করা;

(ঘ) বিভাগ, অনুষদ ও ইনস্টিটিউটের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠক্রমে অধ্যয়ন সম্পন্ন করিয়াছেন এবং সংবিধির শর্তানুযায়ী গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিগণের পরীক্ষা গ্রহণ, ডিগ্রি প্রদান এবং অন্যান্য অ্যাকাডেমিক সনদ ও সম্মান প্রদান করা;

(চ) সংবিধিতে বিধৃত পদ্ধতিতে সনদ ও সম্মানসূচক ডিগ্রি বা অন্য কোনো সম্মান প্রদান করা;

(ছ) অনুষদ বা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী নহেন এইরূপ ব্যক্তিগণকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদানের উদ্দেশ্যে বক্তৃতামালা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সংবিধির শর্তানুযায়ী ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান করা;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে নির্ধারিত পন্থায় দেশে-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও যৌথ গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(ঝ) সরকার ও মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক, সংখ্যাতিরিক্ত (Supernumerary) অধ্যাপক ও ইমেরিটাস অধ্যাপকের পদসহ শিক্ষক, গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা এবং সেই সকল পদে নিয়োগ করা;

(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য আবাসন এবং শিক্ষার্থীগণের বসবাসের জন্য আবাসিক হল স্থাপন, পরিচালনা এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ট) মেধার স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে এই আইন, সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী ফেলোশিপ, স্কলারশিপ, পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন এবং বিতরণ করা;

(ঠ) মঞ্জুরি কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উন্নয়নের লক্ষ্যে অ্যাকাডেমিক মিউজিয়াম, পরীক্ষাগার, অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট, বিজনেস ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, সম্প্রসারণ, একত্রীকরণ ও বিলোপ সাধন করা;

(ড) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের জন্য গবেষণাবান্ধব পরিবেশ ও অবকাঠামোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাহাদের গবেষণা কর্মে উদ্বুদ্ধ করা;

(ঢ) শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীগণের নৈতিক উন্নতিসাধন ও অ্যাকাডেমিক শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সহশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করা;

(ণ) শিক্ষার্থীগণের জীবনদক্ষতার উন্নয়নসহ মাতৃভাষা ও আন্তর্জাতিক ভাষায় প্রকাশ ক্ষমতার বিকাশে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ত) সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত ফিস ধার্য ও আদায় করা;

(থ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য মঞ্জুরি কমিশন ও সরকারের অনুমতিক্রমে, দেশি ও বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অনুদান ও বৃত্তি গ্রহণ করা;

(দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোনো চুক্তি সম্পাদন করা, সম্পাদনকৃত চুক্তি বাস্তবায়ন করা, চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করা বা চুক্তি বাতিল করা;

(ধ) শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য পুস্তক ও জার্নাল প্রকাশ করা এবং দেশে-বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহিত এতদ্বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা;

(ন) শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন এবং কর্ম চাহিদার সহিত অ্যাকাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির সমন্বয় সাধন করা;

(প) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের মধ্যে সমাজসম্পৃক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা;

(ফ) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকে বিশ্বমানে উন্নীত করিবার লক্ষ্যে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের শর্তাবলি প্রতিপালন এবং অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলসহ বিদেশের সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত কার্যকর ও ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(ব) উচ্চশিক্ষার গুণগত মান সুষমকরণ ও উন্নয়নকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সুষম আনুপাতিক হার সংরক্ষণ, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের ব্যবস্থাকরণ, উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং শিক্ষার্থীগণের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও উপকরণের ব্যবস্থা করা;

(ভ) আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি আধুনিকায়নের জন্য কাজ করা;

(ম) শিক্ষকগণের অ্যাকাডেমিক দক্ষতা ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(য) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান সুষমকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, ওয়েবিনার, ইত্যাদি আয়োজন করা;

(র) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, জন্মস্থান বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করিবার কাজে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরিদ্র, মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীগণের বৃত্তি বা শিক্ষা সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা;

(ল) সরকারের অনুমোদনক্রমে ও মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, দেশি-বিদেশি কোনো শিক্ষক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞকে চুক্তিভিত্তিক, খন্ডকালীন বা অন্য কোনোভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহাদের বেতন বা সম্মানি নির্ধারণ করা; এবং

(শ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ও বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা।

৫। **জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত**।—বিশ্ববিদ্যালয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, জন্মস্থান বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে সকল শ্রেণির দেশি ও বিদেশি উপযুক্ত শিক্ষার্থীর ভর্তি, জ্ঞানার্জন এবং ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স সমাপনান্তে সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

৬। **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্বীকৃত শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয় বা ইহার ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং পরীক্ষাগার বা কর্মশিবিরের সকল কর্মকাণ্ড ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিক্ষকগণ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(৩) শিক্ষাদানের দায়িত্ব কোন্ কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিবে তাহা সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয় বিধি ও প্রবিধানে বিধৃত শর্তানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে।

৭। **মঞ্জুরি কমিশন আদেশের বিধানাবলির পরিপালন**।—বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে মঞ্জুরি কমিশন আদেশের বিধানাবলি এবং, সময় সময়, মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা পরিপালন করিতে হইবে।

৮। **বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা**।—বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা থাকিবেন, যথা:—

(১) ভাইস চ্যান্সেলর;

(২) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(৩) ট্রেজারার;

(৪) অনুষদের ডীন;

(৫) ইনস্টিটিউটের পরিচালক;

(৬) রেজিস্ট্রার;

(৭) বিভাগীয় চেয়ারম্যান;

(৮) গ্রন্থাগারিক;

(৯) প্রভোস্ট;

(১০) প্রক্টর;

(১১) পরিচালক (গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর);

(১২) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব);

(১৩) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন);

(১৪) পরিচালক (বহিরঙ্গাণ কার্যক্রম)

(১৫) পরিচালক (শরীরচর্চা শিক্ষা);

(১৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী;

(১৭) প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা;

(১৮) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(১৯) ছাত্র কল্যাণ উপদেষ্টা; এবং

(২০) সংবিধি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা হিসাবে ঘোষিত অন্যান্য কর্মকর্তা।

৯। **চ্যান্সেলর**।—(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইবেন এবং তিনি অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি ও সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, চ্যান্সেলর অভিপ্রায় পোষণ করিলে কোনো সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবার জন্য কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) চ্যান্সেলর এই আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

(৩) সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের প্রতিটি প্রস্তাবে চ্যান্সেলরের অনুমোদন থাকিতে হইবে।

(৪) চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো ঘটনার তদন্ত করাইতে পারিবেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন চ্যান্সেলর কর্তৃক সিন্ডিকেটে পাঠানো হইলে সিন্ডিকেট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৫) চ্যান্সেলরের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হইবার মত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে, তাহা হইলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখিবার স্বার্থে প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আদেশ ও নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে এবং ভাইস চ্যান্সেলর উক্ত আদেশ বা নির্দেশ কার্যকর করিবেন।

১০। **ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ।**—(১) চ্যান্সেলর, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, দেশের স্বনামধন্য একজন শিক্ষাবিদকে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদের জন্য ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি একাদিক্রমে বা অন্য কোনোভাবে ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে ২ (দুই) মেয়াদের অধিক সময়ের জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চ্যান্সেলরের সন্তোষানুযায়ী ভাইস চ্যান্সেলর স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) ভাইস চ্যান্সেলরের পদ শূন্য হইলে কিংবা ছুটি, অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা ভাইস চ্যান্সেলর পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চ্যান্সেলরের ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত না থাকা সাপেক্ষে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করিবেন, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের অবর্তমানে ট্রেজারার ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং ট্রেজারারের অবর্তমানে চ্যান্সেলর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১১। **ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—(১) ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) ভাইস চ্যান্সেলর তাহার দায়িত্ব পালনে চ্যান্সেলরের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৩) ভাইস চ্যান্সেলর এই আইন, সংবিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানাবলি বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো কর্তৃপক্ষের সভায় উপস্থিত থাকিতে এবং ইহার কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তিনি উহার সদস্য না হইলে উহাতে কোনো ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৫) ভাইস চ্যান্সেলর সিন্ডিকেট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, অর্থ কমিটি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির সভা আহ্বান করিবেন।

(৬) ভাইস চ্যান্সেলর সিন্ডিকেট, অর্থ কমিটি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৭) ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো অনুষদ, ইনস্টিটিউট বা বিভাগ পরিদর্শন করিতে ও প্রয়োজনীয় দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) ভাইস চ্যান্সেলর স্বীয় বিবেচনায়, প্রয়োজনে, তাহার যেকোনো ক্ষমতা ও দায়িত্ব, সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো শিক্ষক বা কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৯) ভাইস চ্যান্সেলর, সিন্ডিকেটের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে এবং ভাইস চ্যান্সেলর, সিন্ডিকেটের পূর্বানুমোদনক্রমে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১০) ভাইস চ্যান্সেলর শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীগণের উপর তত্ত্বাবধান ও সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(১১) ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক শৃংখলা রক্ষার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(১২) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে এবং ভাইস চ্যান্সেলরের বিবেচনায় তৎসম্পর্কে তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে, তিনি সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং যে কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সাধারণত বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকারপ্রাপ্ত সেই কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে যথাশীঘ্র সম্ভব তৎকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

(১৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সিদ্ধান্তের সহিত ভাইস চ্যান্সেলর ঐকমত্য পোষণ না করিলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখিয়া তাহার মতামতসহ সিদ্ধান্তটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার পরবর্তী নিয়মিত সভায় পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারিবেন এবং যদি উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা পুনর্বিবেচনার পর ভাইস চ্যান্সেলরের সহিত ঐকমত্য পোষণ না করে তাহা হইলে তিনি বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বাজেট বাস্তবায়নে ভাইস চ্যান্সেলর সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১৫) সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষমতাও ভাইস চ্যান্সেলর প্রয়োগ করিবেন।

(১৬) ভাইস চ্যান্সেলর সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১২। **প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর।**—(১) চ্যান্সেলর, প্রয়োজনে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, ৪ (চার) বৎসর মেয়াদের জন্য ২ (দুই) জন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি একাদিক্রমে বা অন্য কোনোভাবে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে ২ (দুই) মেয়াদের অধিক সময়ের জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(২) চ্যান্সেলরের সন্তোষানুযায়ী প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **ট্রেজারার।**—(১) চ্যান্সেলর, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, ৪ (চার) বৎসর মেয়াদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ১ (এক) জন শিক্ষাবিদকে ট্রেজারার হিসাবে নিযুক্ত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি একাদিক্রমে বা অন্য কোনোভাবে ট্রেজারার হিসাবে ২ (দুই) মেয়াদের অধিক সময়ের জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চ্যান্সেলর যেকোনো সময় ট্রেজারারের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) ট্রেজারার সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ও বিনিয়োগ পরিচালনা করিবেন এবং তিনি বার্ষিক বাজেট ও হিসাব-বিবরণী পেশ করিবার জন্য সিন্ডিকেটের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) যেই খাতের জন্য অর্থ মঞ্জুর বা বরাদ্দ করা হইয়াছে সেই খাতেই যেন উহা ব্যয় হয় তাহা তদারকি করিবার জন্য ট্রেজারার সিন্ডিকেটের ক্ষমতা সাপেক্ষে দায়ী থাকিবেন।

(৫) ট্রেজারার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অর্থ সংক্রান্ত সকল চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৬) ট্রেজারার সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষমতাও প্রয়োগ করিবেন।

১৪। **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।**—পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা পরিচালনার সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ের দায়িত্বে থাকিবেন এবং সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত ও ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৫। **রেজিস্ট্রার।**—(১) রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কর্মকর্তা হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশ সাপেক্ষে সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সিন্ডিকেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সাচিবিক দায়িত্ব পালন এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন;

(খ) ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক তাহার হেফাজতে ন্যস্ত সকল গোপনীয় প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডপত্র, দলিলপত্র ও সাধারণ সিলমোহর, ইত্যাদির সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন;

(গ) সংবিধি অনুসারে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক তাহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইবেন;

(ঙ) বক্তৃতা, হাতেকলমে প্রদর্শন, টিউটোরিয়াল, পরীক্ষাগারের কাজ, গবেষণা, ব্যক্তিগত পড়াশোনাসহ একাডেমির শিক্ষকমণ্ডলীর কাজের সময়সূচি ও ব্যক্তিগত পথ নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং তাহাদের সহশিক্ষা কার্যক্রম তদারকির বিষয়ে ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন;

(চ) অনুষদের ডিনগণের কর্ম পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও সময়সূচি সম্পর্কে সংযোগ রক্ষা করিবেন;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্র আদান প্রদান করিবেন;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অর্থ সংক্রান্ত চুক্তি ব্যতীত অন্যান্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবেন; এবং

(ঝ) সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত, সিন্ডিকেট এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত এবং ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৬। **অন্যান্য কর্মকর্তার নিয়োগ, ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।—বিশ্ববিদ্যালয়ের যেই সকল কর্মকর্তার নিয়োগ পদ্ধতি এবং দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে এই আইনের কোথাও উল্লেখ নাই, সিন্ডিকেট সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সেই সকল কর্মকর্তার নিয়োগ পদ্ধতি, দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্ধারণ করিবে।

১৭। **বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ**।—বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষ থাকিবে, যথা:—

(ক) সিন্ডিকেট;

(খ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল;

(গ) অনুষদ;

(ঘ) বিভাগ;

(ঙ) অর্থ কমিটি;

(চ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি;

(ছ) নিয়োগ বোর্ড;

(জ) শৃঙ্খলা কমিটি;

(ঝ) অভিযোগ প্রতিকার কমিটি;

(ঞ) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সেল (IQAC);

(ট) যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ সেল; এবং

(ঠ) সংবিধি অনুযায়ী গঠিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

১৮। **সিন্ডিকেট**।—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে সিন্ডিকেট গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ৫ (পাঁচ) জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, যাহাদের মধ্য হইতে ১ (এক) জন কৃষি বিষয়ক শিক্ষাবিদ, ১ (এক) জন চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষাবিদ এবং ১ (এক) জন প্রকৌশল বিষয়ক শিক্ষাবিদ হইবেন;

(ঙ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সংসদ-সদস্য, যাহারা বগুড়ার সংসদীয় আসন হইতে নির্বাচিত সংসদ-সদস্য হইবেন;

(চ) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ছ) অর্থ বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উভয় বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি;

(জ) মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিশনের ১ (এক) জন সদস্য;

(ঝ) ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত পালাক্রমে ইনস্টিটিউটসমূহের ১ (এক) জন পরিচালক;

(ঞ) ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে মনোনীত ১ (এক) জন ডিন; এবং

(ট) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে মনোনীত ১ (এক) জন শিক্ষক প্রতিনিধি।

(২) রেজিস্ট্রার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সিন্ডিকেটের সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন, তবে তাহার মেয়াদ সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) সিন্ডিকেটের কোনো সদস্য পদত্যাগ করিতে চাহিলে যেকোনো সময় সভাপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) সিন্ডিকেটের কোনো সদস্য যে পদ বা প্রতিষ্ঠান হইতে মনোনীত হইয়াছিলেন তিনি যদি সেই পদ বা প্রতিষ্ঠানে না থাকেন, তাহা হইলে তিনি সিন্ডিকেটের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

১৯। **সিন্ডিকেটের সভা**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি-সাপেক্ষে সিন্ডিকেট উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সিন্ডিকেটের সভা ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৬ (ছয়) মাসে সিন্ডিকেটের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে যেকোনো সময় সিন্ডিকেটের বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৪) সিন্ডিকেটের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত তলবনামার ভিত্তিতে ভাইস চ্যান্সেলর বিশেষ সভা আহ্বান করিবেন।

(৫) কোরাম গঠনের জন্য সভার সভাপতিসহ মোট সদস্যের অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

২০। **সিন্ডিকেটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।—এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে সিন্ডিকেট—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হইবে এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংবিধি প্রণয়ন, সংশোধন এবং অনুমোদন করিবে;

(খ) এই আইন ও মঞ্জুরি কমিশন আদেশের বিধান এবং ভাইস চ্যান্সেলরের উপর অর্পিত ক্ষমতা সম্পর্কিত বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলি, কর্তৃপক্ষসমূহ এবং সম্পত্তির উপর সিন্ডিকেটের সাধারণ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা থাকিবে এবং সিন্ডিকেট এই আইন, সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি ও প্রবিধানের বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কি না, তাহা তদারক করিবে;

(গ) বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক হিসাব ও বার্ষিক সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রস্তাব বিবেচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(ঘ) বার্ষিক বাজেট আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ অনুমোদন করিবে;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি অর্জন ও তহবিল সংগ্রহ করিবে, উহা অধিকারে রাখিবে এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবে;

(চ) অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ কমিটির পরামর্শ বিবেচনা করিবে;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সিলমোহরের আকার নির্ধারণ, লোগো নির্বাচন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা প্রস্তুতকরণ এবং উহার হেফাজতের ব্যবস্থা ও ব্যবহার পদ্ধতি নিরূপণ করিবে;

(জ) সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক চাহিদার পূর্ণ বিবরণ প্রতি বৎসর মঞ্জুরি কমিশনের নিকট পেশ করিবে এবং পূর্ববর্তী বৎসরের মঞ্জুরি কমিশন বহির্ভূত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ সম্পদের বিবরণও প্রদান করিবে;

(ঝ) বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত যেকোনো তহবিল পরিচালনা করিবে;

(ঞ) এই আইন বা সংবিধিতে অন্য কোনো বিধান না থাকিলে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের দায়িত্ব ও চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণ করিবে;

(ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে উইল, দান এবং অন্য কোনোভাবে হস্তান্তরকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করিবে;

(ঠ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ এবং উহার ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ড) এই আইন দ্বারা অর্পিত ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষমতাবলি সাপেক্ষে এই আইন, সংবিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবে;

(ঢ) ইনস্টিটিউট ও আবাসিক হল পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে অথবা পরিদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিবে;

(ণ) এই আইন, মঞ্জুরি কমিশন আদেশ ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বিধি প্রণয়ন করিবে;

(ত) এই আইন, সংবিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবিধান প্রণয়ন করিবে;

(থ) সংবিধি অনুসারে এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং অন্যান্য শিক্ষক ও গবেষকের পদ সৃষ্টি, বিলোপ বা সাময়িকভাবে স্থগিত করিবে;

(দ) সংবিধি অনুসারে এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী মঞ্জুরি কমিশনের পূর্ব অনুমোদন লইয়া নূতন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করিবে;

(ধ) সংবিধি অনুসারে এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী কোনো বিভাগ বা ইনস্টিটিউট বিলোপ বা সাময়িকভাবে স্থগিত করিবে;

(ন) সংবিধি অনুসারে এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী দেশে-বিদেশের কোনো খ্যাতিমান গবেষক বা শিক্ষাবিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে স্বীকৃতি প্রদান করিবে;

(প) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে এবং ভাইস চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে উহার ক্ষমতা কোনো নির্ধারিত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিবে;

(ফ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে নূতন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রাগ্রসর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, আন্তঃবিভাগীয় এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক নূতন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম প্রচলন এবং পুরাতন কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে;

(ব) এই আইন ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং ট্রেজারার ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, তাহাদের দায়িত্ব নির্ধারণ ও চাকরির শর্তাবলি স্থির এবং তাহাদের কোনো পদ স্থায়ীভাবে শূন্য হইলে সেই পদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ভ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বা খ্যাতিমান ব্যক্তিকে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ অবদানের জন্য মেধা ও মনীষার স্বীকৃতি হিসাবে পুরস্কৃত করিতে অথবা সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করিতে পারিবে;

(ম) মঞ্জুরি কমিশন হইতে প্রাপ্ত মঞ্জুরি এবং নিজস্ব উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদন করিবে;

(য) সাধারণ বা বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত সকল তহবিল পরিচালনা করিবে;

(র) সংবিধি ও এই আইন দ্বারা তৎপ্রতি অর্পিত বা আরোপিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিবে; এবং

(ল) বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, যাহা এই আইন বা সংবিধির অধীন অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত নহে।

২১। **অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(গ) অনুষদসমূহের ডিন;

(ঘ) বিভাগসমূহের চেয়ারম্যান;

(ঙ) ইনস্টিটিউটসমূহের পরিচালক;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক;

(জ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫ (পাঁচ) জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ;

(ঝ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(ঞ) ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে মনোনীত ১ (এক) জন সহযোগী অধ্যাপক, ১ (এক) জন সহকারী অধ্যাপক ও ১ (এক) জন প্রভাষক; এবং

(ট) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হইতে ২ (দুই) জন গবেষক।

(২) রেজিস্ট্রার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন, তবে তাহার মেয়াদ সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের কোনো সদস্য পদত্যাগ করিতে চাহিলে যেকোনো সময় চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের কোনো সদস্য যে পদ বা প্রতিষ্ঠান হইতে মনোনীত হইয়াছিলেন তিনি যদি সেই পদ বা প্রতিষ্ঠানে না থাকেন, তাহা হইলে তিনি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

২২। **অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—(১) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা বিষয়ক কর্তৃপক্ষ হইবে এবং এই আইন, সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, অ্যাকাডেমিক বর্ষসূচি ও তৎসম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, পরীক্ষার মান নির্ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবে এবং এই সকল বিষয়ের উপর উহার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতা থাকিবে।

(২) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এই আইন, মঞ্জুরি কমিশন আদেশ ও সংবিধি এবং ভাইস চ্যান্সেলর ও সিন্ডিকেটের ক্ষমতা সাপেক্ষে শিক্ষাক্রম ও পাঠক্রম এবং শিক্ষাদান, গবেষণা ও পরীক্ষার সঠিক মান নির্ধারণের জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সামগ্রিক ক্ষমতার আওতায় অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) সার্বিকভাবে শিক্ষাসংক্রান্ত সকল বিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান করা;

(খ) শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়নের জন্য সিন্ডিকেটের নিকট প্রস্তাব পেশ করা;

(গ) গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে রিপোর্ট তলব করা এবং তৎসম্পর্কে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগসমূহ এবং পাঠক্রম কমিটিসমূহ গঠনের জন্য সিন্ডিকেটের নিকট প্রস্তাব পেশ করা;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা;

(চ) সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং অনুষদের সুপারিশক্রমে সকল পরীক্ষার প্রতিটি পত্রের পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম এবং পঠন ও গবেষণার সীমারেখা নির্ধারণ করা:

তবে শর্ত থাকে যে, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কেবল অনুষদের সুপারিশমালা গ্রহণ, পরিমার্জন, অগ্রাহ্য বা ফেরত প্রদান করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, অনুষদ কর্তৃক গৃহীত বিভাগীয় পাঠক্রম কমিটির কোনো সিদ্ধান্তের সহিত অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ঐকমত্য পোষণ না করিলে বিষয়টি সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং উক্ত বিষয়ে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(ছ) এমফিল, পিএইচডি এবং পোস্ট-ডক্টোরাল ডিগ্রির জন্য কোনো প্রার্থী অভিসন্দর্ভ (thesis) দাখিল করিলে সংবিধি, যদি থাকে, অনুসারে তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করা;

(জ) অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ পরীক্ষার সমমানসম্পন্ন হইলে সেইরূপ সমমানসম্পন্ন হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা;

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নূতন কোনো উন্নয়ন প্রস্তাবের উপর সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান করা;

(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন এবং গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা উন্নয়নের সুপারিশ করা এবং ইহার নিকট প্রেরিত শিক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ দান করা;

(ঠ) নূতন অনুষদ প্রতিষ্ঠা এবং কোনো অনুষদ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও জাদুঘরে নূতন বিষয় প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব সিন্ডিকেটে বিবেচনার জন্য পেশ করা;

(ড) অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, অন্যান্য শিক্ষক বা গবেষকের পদ সৃষ্টি, বিলোপ বা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব বিবেচনা করা এবং তৎসম্পর্কে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করা;

(ঢ) ডিগ্রি, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, বৃত্তি, ফেলোশিপ, স্কলারশিপ, স্টাইপেন্ড, পুরস্কার, পদক, ইত্যাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাহা প্রদানের জন্য সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করা;

(ণ) শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ বিষয়ে সিন্ডিকেটের নিকট প্রস্তাব পেশ এবং প্রশিক্ষণ ও ফেলোশিপ প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ত) সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের সুপারিশক্রমে কোর্স ও পাঠক্রম নির্ধারণ, প্রত্যেক কোর্সের জন্য পরীক্ষক প্যানেল অনুমোদন, গবেষণা ডিগ্রির জন্য গবেষণার প্রতিটি বিষয়ের প্রস্তাব অনুমোদন এবং এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য পরীক্ষক নিয়োগ করা;

(থ) কোনো শিক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থীকে কোনো কোর্স মওকুফ করিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা; এবং

(দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, অনুষদ ও ইনস্টিটিউটসমূহের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও তাহা সংরক্ষণ করিবার লক্ষ্যে প্রবিধান প্রণয়ন এবং দেশ-বিদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগসূত্র বা যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

(৪) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

২৩। **অনুষদ**।—(১) অর্থায়নের নিশ্চয়তা এবং বাজেটে এতৎসংক্রান্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্তির পর মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতিসাপেক্ষে, এক বা একাধিক অনুষদ প্রতিষ্ঠা করা যাইবে।

(২) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে প্রত্যেক অনুষদ সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা কার্য ও গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বে থাকিবে।

(৩) অনুষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি, সংবিধি ও অন্যান্য বিধানাবলি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) প্রত্যেক অনুষদে একজন করিয়া ডিন থাকিবেন এবং তিনি ভাইস চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থাকিয়া অনুষদ সম্পর্কিত সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি যথাযথভাবে পালনের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৫) প্রত্যেক অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এবং ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্দিষ্টকৃতভাবে অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে উহার ডিন পদ আবর্তিত হইবে এবং তিনি ২ (দুই) বৎসরের মেয়াদে তাহার পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিভাগে অধ্যাপক না থাকিলে সেই বিভাগের জ্যেষ্ঠতম সহযোগী অধ্যাপক ডিন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন এবং কোনো বিভাগের একজন অধ্যাপক ডিনের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে ঐ বিভাগের পরবর্তী পালাসমূহে বাকী অধ্যাপকগণ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ডিন পদে নিযুক্তির সুযোগ পাইবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, একাধিক বিভাগে সমজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক থাকিলে সেই ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্য হইতে ডিন পদের আবর্তনক্রম ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্দিষ্ট হইবে।

২৪। **ইনস্টিটিউট**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়, প্রয়োজনে, সরকার কর্তৃক বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার অঙ্গীভূত ইনস্টিটিউট হিসাবে এক বা একাধিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) প্রতিটি ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য একজন পরিচালকসহ পৃথক বোর্ড অব গভর্নরস থাকিবে, যাহা সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৫। **বিভাগ**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয় এইরূপ একটি বিষয়ের সকল শিক্ষকের সমন্বয়ে একেকটি বিভাগ গঠিত হইবে।

(২) বিভাগে কর্মরত অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন।

(৩) যদি কোনো বিভাগে কর্মরত অধ্যাপক না থাকেন তাহা হইলে ভাইস চ্যান্সেলর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে পালাক্রমে একজনকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পদমর্যাদায় সহযোগী অধ্যাপকের নিম্নের কোনো শিক্ষককে বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পদবি ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে এবং পদবি ও পদমর্যাদা সমান হইলে সমপদে চাকরিকালের দীর্ঘতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

(৪) ডিনের তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান বিভাগের অন্যান্য সদস্যগণের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যের পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৫) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে বিভাগীয় চেয়ারম্যান তাহার বিভাগে শিক্ষাদান, গবেষণা সংগঠন ও পরিচালনার জন্য ডীনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৬) বিভাগীয় চেয়ারম্যান সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

২৬। **পাঠক্রম কমিটি**।—প্রত্যেক অনুষদে সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পাঠক্রম কমিটি থাকিবে।

২৭। **বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত বেতন, ফিস, ইত্যাদি;

(গ) সাবেক শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) ট্রাস্ট তহবিল বা এনডাউমেন্ট ফান্ড;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত ও পরিচালন উৎসারিত আয়;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ছ) সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(জ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঝ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ঋণ; এবং

(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা।

(২) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ব্যতীত এই তহবিলের অন্যান্য অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাহ করা যাইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের অর্থ সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত কোনো খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

২৮। **বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যয় ও শিক্ষার্থীর বেতনাদি।**—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিচালন ব্যয়ের (মূলধন ব্যয় ব্যতিরেকে) নিরিখে প্রতি বৎসর শিক্ষার্থীগণের নিকট হইতে আদায়যোগ্য বেতন ও ফিস নির্ধারিত হইবে।

(২) সেমিস্টার অনুযায়ী নির্ধারিত বেতন ও ফিস সেমিস্টার আরম্ভ হইবার পূর্বেই পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) সরকার বা অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান বা আয় হইতে মেধা ও প্রয়োজনের নিরিখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীগণের বৃত্তি বা, ক্ষেত্রমত, উপবৃত্তি প্রদান করিতে পারিবে এবং এই সকল বৃত্তি বা উপবৃত্তির বিপরীতে দেওয়া অর্থ হইতে উক্ত শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত বেতন ও ফিস সমন্বয় করা যাইবে।

(৪) বৃত্তি বা উপবৃত্তি শিক্ষা বৎসরওয়ারী প্রদান করা হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীগণের নিয়মিত উপস্থিতি, অধ্যয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা আহরণে পারদর্শিতার উপর বৃত্তি বা উপবৃত্তি প্রদানের বিষয়টি নির্ভর করিবে।

২৯। **অর্থ কমিটি**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অর্থ কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) রেজিস্ট্রার;

(ঙ) ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে মনোনীত ১ (এক) জন ডিন;

(চ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উক্ত সিন্ডিকেটের ১ (এক) জন সদস্য, যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(ছ) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(জ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী; এবং

(ঞ) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) অর্থ কমিটির কোনো মনোনীত সদস্য ২ (দুই) বৎসরের মেয়াদে তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহার মেয়াদ সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

৩০। **অর্থ কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ও ব্যয়ের তত্ত্বাবধান করিবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও তহবিল, সম্পদ ও হিসাবনিকাশ-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান করিবে।

(৩) সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত অথবা ভাইস চ্যান্সেলর বা সিন্ডিকেট কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

৩১। **পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) রেজিস্ট্রার;

(ঙ) ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে মনোনীত ২ (দুই) জন ডিন;

(চ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উক্ত সিন্ডিকেটের ২ (দুই) জন সদস্য, যাহাদের মধ্য হইতে ১ (এক) জন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রকৌশলী, যিনি পদমর্যাদায় গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নিম্নে নহেন;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন স্থপতি, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(ঝ) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব);

(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী; এবং

(ট) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির কোনো মনোনীত সদস্য ২ (দুই) বৎসরের মেয়াদে তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহার মেয়াদ সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি তাহার পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন করিবে।

(৪) এই কমিটি সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত, ভাইস চ্যান্সেলর বা সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবে।

৩২। **নিয়োগ বোর্ড**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে সুপারিশ করিবার জন্য এক বা একাধিক নিয়োগ বোর্ড থাকিবে।

(২) নিয়োগ বোর্ডের গঠন ও কার্যাবলি সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশের সহিত সিন্ডিকেট ঐকমত্য পোষণ না করিলে উক্ত বিষয়টি চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৩। **বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ**।—সংবিধি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ হিসাবে ঘোষিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৪। **শৃঙ্খলা কমিটি**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শৃঙ্খলা কমিটি থাকিবে।

(২) শৃঙ্খলা কমিটির গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৫। **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কার্যক্রম যাহাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সে লক্ষ্যে ভাইস চ্যান্সেলর দেশে-বিদেশের দক্ষ শিক্ষককে ভিজিটিং প্রফেসর বা খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ—

(ক) বক্তৃতা, টিউটোরিয়াল, আলোচনা, সেমিনার, হাতে-কলমে প্রদর্শন, কর্মশিবির, কর্মশালা এবং অন্যান্য আধুনিক শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণের শিক্ষাদান পরিচালনা করিবেন;

(খ) গবেষণা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করিবেন;

(গ) শিক্ষার্থীগণের সহিত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করিবেন, তাহাদিগকে দিকনির্দেশনা প্রদান করিবেন, তাহাদের কার্যক্রম তদারক করিবেন এবং নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিবেন;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং উহার অনুষদ ও অন্যান্য সহশিক্ষা সংস্থার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে, পরীক্ষা নির্ধারণে ও পরিচালনায়, পরীক্ষার উত্তরপত্র ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল্যায়নে এবং গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, অন্যান্য শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যাবলির সংগঠনে কর্তৃপক্ষসমূহকে সহায়তা প্রদান করিবেন;

(ঙ) ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে পরামর্শক (Consultant) বা খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন, তবে অনুরূপ কাজের জন্য প্রাপ্ত পারিতোষিকের ১০ (দশ) শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি কোনোভাবেই একই সময়ে একের অধিক প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকিতে পারিবেন না; এবং

(চ) সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং ভাইস চ্যান্সেলর, ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩৬। **সংবিধি**।—এই আইনের বিধান সাপেক্ষে সিন্ডিকেট নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সংবিধি প্রণয়ন করিবে, যথা:—

(ক) ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ;

(গ) জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের সম্মানে 'চেয়ার' প্রবর্তন;

(ঘ) সম্মানসূচক ডিগ্রি বা অন্য কোনো সম্মান প্রদান;

(ঙ) ফেলোশিপ, স্কলারশিপ, বৃত্তি, পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন;

(চ) গবেষণা কার্যক্রমের ধরন নির্ধারণ;

(ছ) ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান;

(জ) শিক্ষাদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ;

(ঝ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ;

(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পদবি, ক্ষমতা, কর্তব্য ও কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি নির্ধারণ;

(ঠ) ইনস্টিটিউট, আবাসিক হল প্রতিষ্ঠা, পরিচালন এবং উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ;

(ড) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কমর্চারী নিয়োগ, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঢ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কমর্চারীগণের কল্যাণার্থে স্বাস্থ্য বিমা, গোষ্ঠী বিমা, কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ তহবিল এবং অবসর ভাতা বোর্ড গঠন;

(ণ) শিক্ষক ও গবেষকের পদ সৃষ্টি, বিলোপ বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ-সংক্রান্ত বিধান নির্ধারণ;

(ত) নূতন বিভাগ বা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ, বিলোপ সাধন এবং শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির বিধান নির্ধারণ;

(থ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ;

(দ) এমফিল, পিএইচডি এবং পোস্ট-ডক্টোরাল ডিগ্রির জন্য বিধান নির্ধারণ;

(ধ) অনুষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি নির্ধারণ;

(ন) নিয়োগ বোর্ডের গঠন ও কার্যাবলি নির্ধারণ;

(প) স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও অন্যান্য পাঠ্যক্রমে ভর্তি ও পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন;

(ফ) কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন;

(ব) রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের রেজিস্টার সংরক্ষণ; এবং

(ভ) এই আইনের অধীন সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে বা হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য বিষয়।

৩৭। **সংবিধি প্রণয়ন।**—(১) এই ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে সিন্ডিকেট সংবিধি প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) তফসিলে বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি চ্যান্সেলরের অনুমোদন ব্যতীত সংশোধন বা বাতিল করা যাইবে না।

(৩) সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রণীত সকল সংবিধি অনুমোদনের জন্য চ্যান্সেলরের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোনো সংবিধি অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রাপ্তির পর চ্যান্সেলর সংবিধিটি বা উহার কোনো বিধান পুনর্বিবেচনার জন্য অথবা উহাতে চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সংশোধন বিবেচনার জন্য প্রস্তাবসহ সংবিধিটি সিন্ডিকেটের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারিবেন; কিন্তু সিন্ডিকেট যদি সংবিধিটি নির্দেশিত সংশোধনসহ বা ব্যতিরেকে চ্যান্সেলরের নিকট পুনঃপেশ করে, তাহা হইলে উহা পেশ করিবার ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে, অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীর কর্মের শর্তাবলি সংক্রান্ত সংবিধি চ্যান্সেলরের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে উহা চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত বা অনুমোদিত বলিয়া গণ্য না হইলে সিন্ডিকেটের প্রস্তাবিত কোনো সংবিধি বৈধ হইবে না।

৩৮। **বিশ্ববিদ্যালয় বিধি।**—এই আইন ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে, সিন্ডিকেট, মঞ্জুরি কমিশন ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে যেকোনো বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৯। **প্রবিধান ও নীতিমালা।**—এই আইন, সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধির সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ, সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে যেকোনো বিষয়ে প্রবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪০। **আবাসিক হল ও ডরমেটরি সংক্রান্ত বিধানাবলি।**—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ও ডরমেটরি বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণের আবাসিক হল ও ডরমেটরি বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুযায়ী সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

(৩) হলের প্রাধ্যক্ষ ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানকারী কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুযায়ী ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৪) আবাসিক হল ও ডরমেটরিতে বসবাসের শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪১। **ভর্তি কার্যক্রম।**—(১) এই আইন এবং সংবিধির বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও অন্যান্য পাঠক্রমে শিক্ষার্থী ভর্তি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত ভর্তি কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(২) কোনো শিক্ষার্থী বাংলাদেশের কোনো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কিংবা বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইনের অধীন কোনো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কিংবা সংবিধি দ্বারা সমমানের বলিয়া স্বীকৃত অন্য কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া থাকিলে কিংবা বিদেশের স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমমানের বা পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া থাকিলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা তাহার না থাকিলে উক্ত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কোর্সের কোনো পাঠক্রমে ভর্তির যোগ্য হইবে না।

(৩) যে সকল শর্তাধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হইবে তাহা সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) কোনো পাঠক্রমে ডিগ্রির জন্য ভর্তির উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় উহার বিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বীকৃত সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রিকে তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোনো ডিগ্রির সমমানের বলিয়া স্বীকৃতি দান করিতে পারিবে অথবা স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যতীত অন্য কোনো পরীক্ষাকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সমমানের বলিয়া স্বীকৃতিদান করিতে পারিবে।

(৫) ভর্তির সময় প্রদত্ত অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে কোনো শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইলে এবং পরবর্তীতে উহা প্রমাণিত হইলে উক্ত ভর্তি বাতিল হইবে।

(৬) নৈতিক স্খলনের দায়ে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক কোনো শিক্ষার্থী দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার ভর্তি বাতিল হইবে।

৪২। **পরীক্ষা।**—(১) ভাইস চ্যান্সেলরের সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীনে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল পরীক্ষা কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবে এবং উহাদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কোনো পরীক্ষার বিষয়ে কোনো পরীক্ষক কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ভাইস চ্যান্সেলর তাহার স্থলে অন্য ১ (এক) জন পরীক্ষককে নিয়োগ করিবেন।

৪৩। **পরীক্ষা পদ্ধতি।**—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার ও নির্ধারিত সংখ্যক কোর্স একক (Credit Hours) পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

(২) সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচি কয়েকটি সেমিস্টারে বিভাজিত হইবে এবং ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা বিশেষের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক কোর্স একক (Credit Hours) প্রাপ্তির ভিত্তিতে ডিগ্রি লাভে সর্বোচ্চ সময় নির্ধারিত থাকিবে এবং প্রত্যেক পাঠক্রমের সফল সমাপ্তি এবং উহার উপর পরীক্ষা গ্রহণের পর পরীক্ষার্থীকে গ্রেড প্রদান করা হইবে।

(৩) সকল সেমিস্টার পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেডের সমন্বয়ের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগে প্রদত্ত প্রতিটি কোর্স যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রি প্রদানের জন্য নির্ধারিত পাঠক্রমের অংশবিশেষ, উহা পরীক্ষণের জন্য নিযুক্ত পরীক্ষকগণের ১ (এক) জন অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাগত হইবেন।

৪৪। **চাকরির শর্তাবলি।**—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বেতনভোগী শিক্ষক ও কর্মকর্তা লিখিত চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত হইবেন এবং চুক্তিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের নিকট গচ্ছিত থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মকর্তাকে উহার একটি অনুলিপি প্রদান করা হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকল সময় সততা ও কর্তব্যপরায়ণতার সহিত কর্তব্য পালন করিবেন এবং পদ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে কঠোরভাবে ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ হইবেন।

(৩) নিয়োগের শর্তাবলিতে স্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ উল্লেখ না থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বক্ষণিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরূপে গণ্য হইবেন।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় অথবা উহার কোনো সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থি কোনো কার্যকলাপের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিজেকে জড়িত করিবেন না।

(৫) কোনো শিক্ষক বা কর্মকর্তার রাজনৈতিক মতামত পোষণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া তাহার চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বেতনভোগী শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংসদ-সদস্য হিসাবে অথবা স্থানীয় সরকারের কোনো পদে নির্বাচিত হইবার জন্য প্রার্থী হইতে চাহিলে বিদ্যমান সরকারি বিধান মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি হইতে ইস্তফা দিবেন।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের চাকরির শর্তাবলি তাহাদের নাগরিক ও অন্যান্য অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া সংবিধি দ্বারা প্রণয়ন করা হইবে।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বেতনভোগী শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার কর্তব্যে অবহেলা, অসদাচরণ, নৈতিক স্খলন বা অদক্ষতার কারণে সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত কারণ ও পদ্ধতিতে চাকরি হইতে অপসারণ বা পদচ্যুত করা অথবা অন্য প্রকার শাস্তি প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে কোনো তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এবং তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান না করিয়া চাকরি হইতে অপসারণ বা পদচ্যুত করা যাইবে না।

৪৫। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।—বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন সিন্ডিকেটের নির্দেশনা অনুসারে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং পরবর্তী শিক্ষা বৎসর আরম্ভ হইবার ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে বা তৎপূর্বে উহা মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করিতে হইবে।

৪৬। **বার্ষিক হিসাব**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক হিসাব ও আর্থিক বিবরণী সিন্ডিকেটের নির্দেশনা অনুসারে প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) বার্ষিক হিসাব ও আর্থিক বিবরণী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইতে হইবে।

(৩) বার্ষিক হিসাব, নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুলিপিসহ, মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করিতে হইবে।

৪৭। **কর্তৃপক্ষের সদস্য হইবার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা**।—কোনো ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউটের কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার বা বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো ইনস্টিটিউটের কোনো কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো সংস্থার সদস্য হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি তিনি—

(ক) অপ্রকৃতিস্থ বা কোনো অসুস্থতার কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(খ) দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(গ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন;

(ঘ) সিন্ডিকেটের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত কোনো পরীক্ষার পাঠক্রম হিসাবে নির্ধারিত কোনো বই, তাহা স্ব-লিখিত হউক বা সম্পাদিত হউক, ইহার প্রকাশনা, সংগ্রহ বা সরবরাহকারী কোনো প্রতিষ্ঠানে অংশীদার হিসাবে বা অন্য কোনো প্রকারে আর্থিক স্বার্থে জড়িত থাকেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশয় ও বিরোধের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই ধারা অনুযায়ী অযোগ্য কিনা তাহা চ্যান্সেলর সাব্যস্ত করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৮। **বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা গঠন সম্পর্কে বিরোধ**।—এই আইন, সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি বা এতদ্‌সম্পর্কিত বিধানের অবর্তমানে কোনো ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো সংস্থার সদস্য হইবার অধিকার সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরিত হইবে এবং উক্ত বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৯। **আকস্মিক শূন্যপদ পূরণ**।—বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্তৃপক্ষ, ইনস্টিটিউট বা অন্য কোনো সংস্থার পদাধিকারবলে সদস্য নহেন এই রকম কোনো সদস্যের পদে আকস্মিক শূন্যতা সৃষ্টি হইলে যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সদস্যকে নিযুক্ত বা মনোনীত করিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ যতশীঘ্র সম্ভব উক্ত শূন্যপদ পূরণ করিবেন এবং যে ব্যক্তি এই প্রকার শূন্যপদে নিযুক্ত বা মনোনীত হইবেন তিনি যাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন, তাহার অসমাপ্ত কার্যকালের জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সদস্য পদে বহাল থাকিবেন।

৫০। **বিতর্কিত বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্ত**।—এই আইন বা সংবিধিতে বিশেষভাবে বিধৃত হয় নাই এইরূপ কোনো বিষয়ে বা চুক্তি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উহার কোনো শিক্ষক বা কর্মকর্তার মধ্যে বিরোধ উদ্ভব হইলে বিরোধটি উক্ত শিক্ষক বা কর্মকর্তার লিখিত অনুরোধক্রমে ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক চ্যান্সেলরের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করা হইবে এবং উক্ত বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫১। **অবসর ভাতা ও ভবিষ্যৎ তহবিল, ইত্যাদি**।—(১) সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং শর্তাবলি-সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীর কল্যাণার্থে যেইরূপ সমীচীন মনে করিবে সেইরূপ স্বাস্থ্য বিমা, গোষ্ঠী-বিমা, কল্যাণ তহবিল, ভবিষ্য তহবিল ও অবসর ভাতা গঠন অথবা আনুতোষিক বা পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

(২) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ও চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত সংবিধি প্রণয়ন করিতে হইবে।

৫২। **সংবিধিবদ্ধ মঞ্জুরি**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বৎসর মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ প্রাপ্ত হইবে।

৫৩। **অসুবিধা দূরীকরণ**।—বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে অথবা উহার কোনো কর্তৃপক্ষের প্রথম বৈঠকের অথবা এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর করিবার বিষয়ে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবার পূর্বে যেকোনো সময়ে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সমীচীন বা প্রয়োজনীয় বলিয়া চ্যান্সেলরের নিকট প্রতীয়মান হইলে, তিনি আদেশ দ্বারা এই আইন এবং সংবিধির সহিত যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া যেকোনো পদে নিয়োগ বা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই প্রকার প্রত্যেকটি আদেশ এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উক্ত নিয়োগ বা ব্যবস্থা গ্রহণ এই আইনের বিধান অনুসারে করা হইয়াছে।

৫৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধান, জারীকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো নোটিশ, প্রস্তুতকৃত বাজেট প্রাক্কলন, স্কিম বা প্রকল্প এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত বা প্রস্তুতকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত আইনের অধীন স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় এর—

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার ও স্বার্থ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, তহবিল, অন্য সকল দাবি ও অধিকার, এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং অন্যান্য দলিলপত্র এই আইনের অধীন স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব, গৃহীত বাধ্যবাধকতা এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে, এই আইনের অধীন স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণ, দায়-দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা এবং উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা এই আইনের অধীন স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঘ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আইনের অধীন স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যেই শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন সেই সকল শর্তে নিযুক্ত থাকিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাহাদের চাকরির শর্তাবলি পরিবর্তিত হয়।

তফসিল
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি
[ধারা ৩৭(২) দ্রষ্টব্য]

১। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে—

(ক) "আইন" অর্থ বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৬; এবং

(খ) "কর্তৃপক্ষ", "কর্মকর্তা", "অধ্যাপক", "সহযোগী অধ্যাপক", "সহকারী অধ্যাপক", "প্রভাষক" অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক।

২। **অনুষদ**।—(১) কোনো অনুষদ উহার ডিন এবং অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ডিন, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের চেয়ারম্যানগণ;

(গ) অনুষদের অনধিক ১০ (দশ) জন অধ্যাপক, যাহারা ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক পালাক্রমে মনোনীত হইবেন;

(ঘ) অধ্যাপক ও চেয়ারম্যানগণ ব্যতীত অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক, যাহারা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঙ) অনুষদের বিষয় নহে অথচ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মতে অনুষদের কোনো বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত এইরূপ বিষয়ে অনধিক ৩ (তিন) জন শিক্ষক, যাহারা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন; এবং

(চ) অনুষদের এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ৩ (তিন) জন ব্যক্তি, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো চাকরিতে নিয়োজিত নহেন এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৩) নির্বাহী কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে,যথা:—

(ক) অনুষদের জন্য পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা, প্রত্যেক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির জন্য নম্বর ধার্য করা এবং এতদুদ্দেশ্যে পাঠক্রম কমিটিসমূহ গঠন করা;

(খ) অনুষদের বিষয়সমূহের পরীক্ষার জন্য অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট পরীক্ষকগণের নাম সুপারিশ করা;

(গ) ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) অনুষদের বিভাগসমূহের শিক্ষক ও গবেষক পদ সৃষ্টির জন্য অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা; এবং

(ঙ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। **বিভাগ।—(১)** বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ডিনের সাধারণ তত্ত্বাবধানে, বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতায় বিভাগীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করিবেন।

(২) বিভাগীয় অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে পালাক্রমে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো বিভাগে অধ্যাপক না থাকেন, তাহা হইলে ভাইস চ্যান্সেলর সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে একজনকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত করিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পদবি ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে এবং কোনো ক্ষেত্রে পদবি ও পদমর্যাদা সমান হইলে সমপদে চাকরিকালের দীর্ঘতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, বিভাগীয় চেয়ারম্যান তাহার বিভাগে শিক্ষাদান ও গবেষণা সংগঠন ও পরিচালনার জন্য ডিনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) প্রত্যেক বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে এবং চেয়ারম্যান বিভাগের দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

(৫) বিভাগের নীতি-নির্ধারণী বিষয়াদি বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক কমিটি এবং বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটির আওতাভুক্ত থাকিবে।

(৬) বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে অ্যাকাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:—

(ক) শিক্ষার্থী ভর্তি;

(খ) পাঠ্যসূচি প্রণয়ন;

(গ) পরীক্ষা পরিচালনা;

(ঘ) শিক্ষাদান; এবং

(ঙ) শিক্ষার্থীগণের শিক্ষা-সহায়ক কার্যাবলি।

(৭) বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক সমন্বয়ে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা অন্যূন ৩ (তিন) জন হইতে হইবে।

(৮) বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:—

(ক) বিভাগের সম্প্রসারণ; এবং

(খ) শিক্ষক, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে সুপারিশ প্রদান।

৪। **পাঠক্রম কমিটি**।—(১) প্রতিটি বিভাগে একটি পাঠক্রম কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) বিভাগীয় চেয়ারম্যান, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বিভাগসমূহের শিক্ষকগণ;

(গ) অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিন কর্তৃক সুপারিশকৃত ও ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের ২ (দুই) জন শিক্ষক; এবং

(ঘ) অ্যাকাডেমিক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য যাহাদের একজন হইবেন কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এবং অপর জন হইবেন বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট একজন প্রতিনিধি।

(২) পাঠক্রম কমিটি, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিবে এবং অনুষদ, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট অনুষদের অধীন কোনো বিভাগে শিক্ষক না থাকিলে, অনুষদের ডিন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিন কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিষয়ের ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক সমন্বয়ে পাঠক্রম কমিটি গঠিত হইবে।

(৪) কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

৫। **পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির কার্যাবলি**।—পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:—

(ক) ঠিকাদার তালিকাভুক্তকরণ, দরপত্র বাছাই ও ঠিকাদারের সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(খ) পূর্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এবং পূর্ত কর্মসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন; এবং

(গ) ভাইস চ্যান্সেলর অথবা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

৬। **নিয়োগ বোর্ড**।—(১) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশের জন্য নিম্নরূপ পৃথক পৃথক নিয়োগ বোর্ড থাকিবে, যথা:—

(ক) **অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ড:**

(১) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, যাহারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(৩) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ, যাহাদের মধ্য হইতে একজন হইবেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(৪) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন; এবং

(৫) রেজিস্ট্রার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) **সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ড:**

(১) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(৩) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য, যাহারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(৪) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন;

(৫) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যান;

(৬) সিন্ডিকেট কর্তৃক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ;

(৭) সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং

(৮) রেজিস্ট্রার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) **রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগারিক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান চিকিৎসক এবং সমপদমর্যাদাসম্পন্ন ও সমবেতনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণের নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ড:**

(১) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(৩) ট্রেজারার;

(৪) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ, যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(৫) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি;

(৬) সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং

(৭) রেজিস্ট্রার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঘ) **দশম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণের নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ড:**

(১) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(৩) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার ১ (এক) জন সদস্য, যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(৪) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত বহিস্থ ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ;

(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং

(৬) রেজিস্ট্রার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঙ) **১১তম হইতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণের নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ড:**

(১) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(৩) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান;

(৪) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার ১ (এক) জন সদস্য;

(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং

(৬) রেজিস্ট্রার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) নিয়োগ বোর্ড ২ (দুই) বৎসর অন্তর পুনর্গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নূতন বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী বোর্ড বলবৎ থাকিবে।

(৩) কোনো নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশের সহিত সিন্ডিকেট ঐকমত্য পোষণ না করিলে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সিন্ডিকেট কর্তৃক চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং উক্ত বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **আবাসিক হল**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণের আবাসিক হলসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুযায়ী সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

(২) আবাসিক হলের প্রভোস্ট ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানকারী এবং কর্মচারীগণ, সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

(৩) সিন্ডিকেট আবাসিক হলসমূহের নামকরণ করিবে।

৮। **সম্মানসূচক ডিগ্রি**।—কোনো ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের কোনো প্রস্তাব অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিন্ডিকেট প্রস্তাবটিতে সমর্থন প্রদান করিলে, উহা চ্যান্সেলরের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে এবং চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা যাইবে।

৯। **রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট**।—(১) গ্র্যাজুয়েট হইবার পর অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ও বার্ষিক ফি প্রদান করিয়া রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের রেজিস্টারে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করিবার অধিকারী হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী আবেদনকারী গ্র্যাজুয়েটকে রেজিস্ট্রেশন ফি ও বার্ষিক ফি প্রদানের তারিখ হইতে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে নিবন্ধন করা হইবে এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর বিধান অনুযায়ী রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের রেজিস্টার হইতে তাহার নাম বাদ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে এইরূপ রেজিস্টার্ড থাকিবেন।

(৩) রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে রেজিস্ট্রেশনকৃত কোনো ব্যক্তি এককালীন নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া আজীবন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য তাহার নাম রেজিস্ট্রেশনের প্রথম বৎসর হইতে ক্রমাগতভাবে ১৫ (পনেরো) বৎসর বার্ষিক ফি প্রদান করিয়া থাকিলে, তিনি আমরণ বা ইস্তফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোনো ফি প্রদান না করিয়াই, রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন; এবং

(খ) বকেয়া ফি পরিশোধ না করিবার কারণে কাহারও নাম রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইলে, তিনি এককালীন নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া, আজীবন সদস্যরূপে রেজিস্টার্ড হইতে পারিবেন।

(৪) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট তাহার প্রদেয় বার্ষিক ফি শিক্ষা-বৎসরের যেকোনো সময়ে প্রদান করিতে পারিবেন; তবে সংবিধির বিধান দ্বারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তিনি কোনো শিক্ষা-বৎসরের বকেয়া ফি প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-বৎসরে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের অধিকার প্রয়োগ বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন না এবং তাহার নাম উক্ত তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(৫) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কোনো শিক্ষা-বৎসরে প্রদেয় বার্ষিক ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের তালিকা হইতে তাহার নাম বাদ দেওয়া হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি পরবর্তী শিক্ষা-বৎসরে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে পুনরায় তালিকাভুক্ত হইতে পারিবেন, যদি তিনি পুনঃতালিকাভুক্তির বৎসর পর্যন্ত সকল বকেয়া ফিস পরিশোধ করেন।

(৬) সংবিধির বিধান দ্বারা নির্ধারিত ফরমে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে পুনঃতালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ফি প্রদান করা না হইলে, পুনঃতালিকাভুক্তির কোনো আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

(৭) গ্র্যাজুয়েটগণের রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে, যথা:—

(ক) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার ১ (এক) জন সদস্য; এবং

(গ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার ১ (এক) জন সদস্য।

(৮) উপ-অনুচ্ছেদ (৭) এর অধীন গঠিত কমিটির কার্যপদ্ধতি উক্ত কমিটি কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৯) নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে উপ-অনুচ্ছেদ (৭) এর অধীন গঠিত কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করিবার অধিকারী হইবেন।

১০। **শিক্ষাক্রম**।—অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, আইন ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

১১। **সংবিধির ব্যাখ্যা**।—এই সংবিধির কোনো বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd